খাই-খাই

সুকুমার রায়

BANGLADARSHAN.COM

অনামিকা

এসব কথা শুনলে তোদের লাগবে মনে ধাঁধা,
কেউ বা বুঝে পুরোপুরি কেউ বা বুঝে আধা।

কারে বা কই কিসের কথা, কই যে দফে দফে,
গাছের প'রে কাঁঠাল দেখে তেল মেখ না গোঁফে।

একটি একটি কথায় যেন সদ্য দাগে কামান,
মন বসনের ময়লা ধুতে তত্বকথাই সাবান।

বেশ বলেছ, ঢের বলেছ, ঐখেনে দাও দাঁড়ি,
হাটের মাঝে ভাঙবে কেন বিদ্যে বোঝাই হাঁড়ি।

BANGLADARSHAN.COM

খাই খাই

খাই খাই করো কেন, এসো বসো আহারে–
খাওয়ার আজব খাওয়া, ভোজ কয় যাহারে।
যত কিছু খাওয়া লেখে বাঙালির ভাষাতে,
জড় করে আনি সব–থাক সেই আশাতে।
ডাল ভাত তরকারি ফল-মূল শস্য,
আমিষ ও নিরামিষ, চর্ব্য ও চোষ্য,
রুটি লুচি, ভাজাভুজি, টক ঝাল মিষ্টি,
ময়রা ও পাচকের যত কিছু সৃষ্টি,
আর যাহা খায় লোকে স্বদেশে ও বিদেশে–
খুঁজে পেতে আনি খেতে–নয় বড়ো সিধে সে !
জল খায়, দুধ খায়, খায় যত পানীয়,
জ্যাঠাছেলে বিড়ি খায়, কান ধরে টানিয়ো।
ফল বিনা চিঁড়ে দৈ, ফলাহার হয় তা,
জলযোগে জল খাওয়া শুধু জল নয় তা।

BANGLADARSHAN.COM

ব্যাঙ খায় ফরাসিরা (খেতে নয় মন্দ),
বার্মার 'ঙাপ্পি' তে বাপ্ রে কি গন্ধ !
মান্দ্রাজী ঝাল খেলে জ্বলে যায় কণ্ঠ,
জাপানেতে খায় নাকি ফড়িঙের ঘণ্ট !
আরশুলা মুখে দিয়ে সুখে খায় চীনারা,
কত কি যে খায় লোকে নাহি তার কিনারা।
দেখে শুনে চেয়ে খাও, যেটা চায় রসনা ;
তা না হলে কলা খাও–চটো কেন ? বসো না–
সবে হল খাওয়া শুরু, শোনো শোনো আরো খায়–
সুদ খায় মহাজনে, ঘুষ খায় দারোগায়।
বাবু যান হাওয়া খেতে চড়ে জুড়ি-গাড়িতে,
খাসা দেখ 'খাপ্ খায়' চাপ্কানে দাড়িতে।
তেলে জলে 'মিশ খায়', শুনেছ তা কেও কি ?
যুদ্ধে যে গুলি খায় গুলিখোর সেও কি ?
ডিঙি চড়ে স্রোতে প'ড়ে পাক খায় জেলেরা,

ভয় পেয়ে খাবি খায় পাঠশালে ছেলেরা ;
বেত খেয়ে কাঁদে কেউ, কেউ শুধু গালি খায়,
কেউ খায় থতমত—তাও লিখি তালিকায়।
ভিখারিটা তাড়া খায়, ভিক্ নাহি পায় রে—
'দিন আনে দিন খায়' কত লোক হায় রে।
হোঁচটের চোট্ খেয়ে খোকা ধরে কান্না
মা বলেন চুমু খেয়ে, 'সেরে গেছে, আর না।'
ধমক বকুনি খেয়ে নয় যারা বাধ্য
কিলচড় লাথি ঘুঁষি হয় তার খাদ্য।
জুতো খায় গুঁতো খায়, চাবুক যে খায় রে,
তবু যদি নুন খায় সেও গুণ গায় রে।
গরমে বাতাস খাই, শীতে খাই হিম্‌সিম্,
পিছলে আছাড় খেয়ে মাথা করে ঝিম্‌ঝিম্।

কত যে মোচড় খায় বেহালার কানটা,
কানমলা খেলে তবে খোলে তার গানটা।
টোল খায় ঘটি বাটি, দোল খায় খোকারা,
ঘাব্‌ড়িয়ে ঘোল খায় পদে পদে বোকারা।
আকাশেতে কাত্ হ'য়ে গোঁত্ খায় ঘুড়িটা,
পালোয়ান খায় দেখ ডিগ্‌বাজি কুড়িটা।
ফুটবলে ঠেলা খাই, ভিড়ে খাই ধাক্কা,
কাশীতে প্রসাদ খেয়ে সাধু হই পাক্কা।
কথা শোনো, মাথা খাও, রোদ্দুরে যেও না—
আর যাহা খাও বাপু বিষমটি খেয়ো না।
'ফেল্' ক'রে মুখ খেয়ে কেঁদেছিলে সেবারে,
আদা-নুন খেয়ে লাগো পাশ করো এবারে।
ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ো নাকো ; যেয়ো নাকো ভড়্‌কে,
খাওয়াদাওয়া শেষ হলে বসে খাও খড়্‌কে।
এত খেয়ে তবু যদি নাহি ওঠে মনটা—
খাও তবে কচুপোড়া খাও তবে ঘণ্টা।

BANGLADARSHAN.COM

দাঁড়ের কবিতা

চুপ কর্ শোন্ শোন্, বেয়াকুফ হোস্ নে
ঠেকে গেছি বাপ্ রে কি ভয়ানক প্রশ্নে !
ভেবে ভেবে লিখে লিখে বসে বসে দাঁড়েতে
ঝিম্‌ঝিম্ টন্‌টন্ ব্যথা করে হাড়েতে।
এক ছিল দাঁড়ি মাঝি–দাড়ি তার মস্ত,
দাড়ি দিয়ে দাঁড়ি তার দাঁড়ে খালি ঘষ্‌ত।
সেই দাঁড়ে একদিন দাঁড়কাক দাঁড়াল,
কাঁকড়ার দাঁড়া দিয়ে দাঁড়ি তাকে তাড়াল।
কাক বলে রেগেমেগে, “বাড়াবাড়ি ঐতো !
না দাঁড়াই দাঁড়ে তবু দাঁড়কাক হই তো ?
ভারি তোর দাঁড়িগিরি, শোন্ বলি তবে রে–
দাঁড় বিনা তুই ব্যাটা দাঁড়ি হোস্ কবে রে ?
পাখা হলে ‘পাখি’ হয় ব্যাকরণ বিশেষে–
কাঁকড়ার দাঁড়া আছে, দাঁড়ি নয় কিসে রে ?
দ্বারে বসে দারোয়ান, তারে যদি ‘দ্বারী’ কয়,
দাঁড়ে-বসা যত পাখি সব তবে দাঁড়ি হয় !
দূর দূর ! ছাই দাঁড়ি ! দাড়ি নিয়ে পাড়ি দে !”
দাঁড়ি বলে, “ব্যাস্ ব্যাস্ ! ঐখেনে দাঁড়ি দে।”

BANGLADARSHAN.COM

পাকাপাকি

আম্র পাকে বৈশাখে কুল পাকে ফাগুনে,
কাঁচা ইঁট পাকা হয়, পোড়ালে তা আগুনে।
রোদে জলে টিকে রঙ, পাকা কই তাহারে ;
ফলারটি পাকা হয়, লুচি দই আহারে।
হাত পাকে লিখে লিখে, চুল পাকে বয়সে,
জ্যাঠামিতে পাকা ছেলে বেশি কথা কয় সে।
লোকে কয় কাঁঠাল সে পাকে নাকি কিলিয়ে ?
বুদ্ধি পাকিয়ে তোলে লেখাপড়া গিলিয়ে !
কান পাকে ফোড়া পাকে, পেকে করে টন্‌টন্‌–
কথা যার পাকা নয়, কাজে তার ঠন্‌ঠন্‌।
রাঁধুনী বসিয়া পাকে পাক দেয় হাঁড়িতে,
সজোরে পাকালে চোখ ছেলে কাঁদে বাড়িতে।
পাকায়ে পাকায়ে দড়ি টান হয়ে থাকে সে।
দুহাতে পাকালে গোঁফ তবু নাহি পাকে সে॥

BANGLADARSHAN.COM

পড়ার হিসাব

ফির্‌ল সবাই ইস্কুলেতে সাঙ্গ হল ছুটি–
আবার চলে বই বগলে সবাই গুটি গুটি।
পড়ার পরে কার কি রকম মনটি ছিল এবার,
সময় এল এখন তারই হিসেবখানা দেবার।
কেউ পড়েছেন পড়ার পুঁথি, কেউ পড়েছেন গল্প,
কেউ পড়েছেন হদ্দমতন, কেউ পড়েছেন অল্প।
কেউ-বা তেড়ে গড়গড়িয়ে মুখস্থ কয় ঝাড়া,
কেউ-বা কেবল কাঁচুমাচু মোটে না দেয় সাড়া।
গুরুমশাই এসেই ক্লাসে বলেন, ‘ওরে গদাই,
এবার কিছু পড়ছি ? নাকি খেলতি কেবল সদাই ?’
গদাই ভয়ে চোখ পাকিয়ে ঘাবড়ে গিয়ে শেষে
বল্লে, ‘এবার পড়ার ঠেলা বেজায় সর্বনেশে–
মামার বাড়ি যেম্নি যাওয়া অম্নি গাছে চড়া,
এক্কেবারে অম্নি ধপাস্–পড়ার মতো পড়া !’

BANGLADARSHAN.COM

পরিবেষণ

‘পরি’ পূর্বক ‘বিষ’ ধাতু তাহে ‘অনট্’ ব’সে
তবে ঘটায় পরিবেষণ, লেখে অমরকোষে।
–অর্থাৎ ভোজের ভাণ্ড হাতে লয়ে মেলা
ডেলা ডেলা ভাগ করি পাতে পাতে ফেলা।
এই দিকে এসো তবে লয়ে ভোজভাণ্ড
সমুখে চাহিয়া দেখ কি ভীষণ কাণ্ড !
কেহ কহে “দৈ আনো” কেহ হাঁকে “লুচি”
কেহ কাঁদে শূন্য মুখে পাতখানি মুছি।
কোথা দেখি দুই প্রভু পাত্র লয়ে হাতে
হাতাহাতি গুঁতাগুঁতি দ্বন্দরণে মাতে।
কেবা শোনে কার কথা সকলেই কর্তা–
অনাহারে কতধারে হল প্রাণ হত্যা।
কোনো প্রভু হস্তিদেহ ভুঁড়িখানা ভাড়ী
উর্ধ্ব হতে থপ্ করি খাদ্য দেন ছাড়ি।
কোনো চাচা অন্ধপ্রায় (মাইনাস কুড়ি)
ছড়ায় ছোলার ডাল পথঘাট জুড়ি।
মাতব্বর বৃদ্ধ যায় মুদি চক্ষু দুটি,
“কারো কিছু চাই” বলি তড়্ বড়্ ছুটি–
সহসা ডালের পাঁকে পদার্পণ মাত্রে
হুড়্ মুড়্ পড়ে কার নিরামিষ পাত্রে।
বীরোচিত ধীর পদে এসো দেখি ত্রস্তে–
ঐ দিকে খালি পাত, চল হাঁড়ি হস্তে।

তবে দেখো, খাদ্য দিতে অতিথির থালে
দৈবাত্ না ঢোকে কভু যেন নিজ গালে !
ছুটো নাকো ওরকম মিছে খালি হাতে
দিয়ো না মাছের মুড়া নিরামিষ পাতে।
অযথা আক্রোশে কিম্বা অন্যায় আদরে
ঢেলো না অম্বল কারো নূতন চাদরে।

BANGLADARSHAN.COM

বোকাবৎ দন্তপাটি করিয়া বাহির
কোরো না অকারণে কৃতিত্ব জাহির।

BANGLADARSHAN.COM

অবুঝ

চুপ করে থাক্, তর্ক করার বদভ্যাসটি ভাল না,
এক্কেবারেই হয় না ওতে বুদ্ধিশক্তির চালনা।
দেখ্ ত দেখি আজও আমার মনের তেজটি নেভেনি–
এইবার শোন্ বলছি এখন–কি বলছিলাম ভেবেনি !
বলছিলাম কি, আমি একটা বই লিখেছি কবিতার,
উঁচু রকম পদ্যে লেখা আগাগোড়াই সবি তার।
তাইতে আছে 'দশমুখে চায়, হজম করে দশোদর,
শ্মশানঘাটে শম্পানি খায়, শশব্যস্ত শশধর।'
এই কথাটার অর্থ যে কি, ভাবছে না কেউ মোটেও–
বুঝ্ছে না কেউ লাভ হবে কি, অর্থ যদি জোটেও।
এরই মধ্যে হাই তুলিস যে ? পুঁতে ফেলব এখনি,
ঘুঘু দেখেই নাচতে শুরু, ফাঁদ তো বাবা দেখনি !
কি বললি তুই ? সাতান্নবার শুনেছিস্ ঐ কথাটা ?
এমন মিথ্যে কইতে পারিস্ লক্ষ্মীছাড়া বখাটা !
আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাধ্যি নেই কো পেরোবার,
হিসেব দেব, বলেছি এই চোদ্দবারকি তেরোবার।
সাতান্ন তুই গুনতে পারিস্ ? মিথ্যেবাদী ! গুনে যা–
ও শ্যামাদাস ! পালাস কেন ? রাগ করিনি, শুনে যা।

BANGLADARSHAN.COM

বিষম চিন্তা

মাথায় কত প্রশ্ন আসে, দিচ্ছে না কেউ জবাব তার,
সবাই বলে ‘মিথ্যে বাজে বকিস নে আর খবরদার !’
অমনধারা ধমক দিলে কেমন করে শিখব সব ?
বলবে সবাই, ‘মুখ্যু ছেলে’, বলবে আমায় ‘গো-গর্দভ।’
কেউ কি জানে দিনের বেলায় কোথায় পালায় ঘুমের ঘোর ?
বর্ষা হলেই ব্যাঙের গলায় কোত্থেকে হয় এমন জোর ?
গাধার কেন শিং থাকে না ? হাতির কেন পালক নেই ?
গরম তেলে ফোড়ন দিলে লাফায় কেন তা ধেই-ধেই ?
সোডার বোতল খুল্লে কেন ফসফসিয়ে রাগ করে ?
কেমন করে রাখবে টিকি মাথায় যাদের টাক পড়ে ?
ভূত যদি না থাকবে তবে কোত্থেকে হয় ভূতের ভয় ?
মাথায় যাদের গোল বেধেছে তাদের কেন ‘পাগোল’ কয় ?
কতই ভাবি এ-সব কথা, জবাব দেবার মানুষ কই ?
বয়স হলে কেতাব খুলে জানতে পাব সমস্তই।

BANGLADARSHAN.COM

আড়ি

কিসে কিসে ভাব নেই ? ভক্ষক ও ভক্ষ্যে–
বাঘে ছাগে মিল হলে আর নেই রক্ষে।

শেয়ালের সাড়া পেলে কুকুরেরা তৈরী,
সাপে আর নেউলে ত চিরকাল বৈরী !

আদা আর কাঁচকলা মেলে কোনোদিন সে ?
কোকিলের ডাক শুনে কাক জ্বলে হিংসেয়।

তেলে দেওয়া বেগুনের ঝগড়াটা দেখনি ?
ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ রাগ যেন খেতে আসে এখনি।

তার চেয়ে বেশি আড়ি আমি পারি কহিতে–
তোমাদের কারো কারো, কেতাবের সহিতে।

BANGLADARSHAN.COM

নাচের বাতিক

বয়স হল অষ্টআশি, চিম্‌সে গায়ে ঠুনকো হাড়,
নাচছে বুড়ো উল্টোমাথায়–ভাঙ্‌লে বুঝি মুণ্ডু ঘাড় !
হেঁইয়ো ব'লে হাত পা ছেড়ে পড়ছে তেড়ে চিৎপটাং,
উঠ্‌ছে আবার ঝট্‌পটিয়ে এক্কেবারে পিঠ সটান্‌।
বুঝিয়ে বলি, 'বৃদ্ধ তুমি এই বয়সে কর্‌ছ কি ?
খাও না খানিক মশ্‌লা গুলে হুঁকোর জল আর হর্‌তকী।
ঠাণ্ডা হবে মাথায় আগুন, শান্ত হবে ছট্‌ফটি–'
বৃদ্ধ বলে, "থাম না বাপু, সব তাতে তোর পট্‌পটি !"
ঢের খেয়েছি মশলা পাচন, ঢের মেখেছি চর্বি তেল ;
তুই ভেবেছিস আমায় এখন চাল্‌ করে তুই করবি ফেল ?"
এই না ব'লে ডাইনে বাঁয়ে লম্ফ দিয়ে হুশ ক'রে
হঠাৎ খেয়ে উল্টোবাজি ফেল্‌লে আমায় 'পুশ' করে।

BANGLADARSHAN.COM

"নাচলে অমন উল্টো রকম" আবার বলি বুঝিয়ে তায়,
"রক্তগুলো হুড়হুড়িয়ে মগজ পানে উড়িয়ে যায়।"
বললে বুড়ো, "কিন্তু বাবা, আসল কথা সহজ এই–
ঢের দেখেছি পরখ করে, কোথাও আমার মগজ নেই !
তাইতে আমার হয় না কিছু,–মাথায় যে সব ফক্কিফাঁক–
যতটা নাচি উল্টো নাচন, যতই না খাই চর্কিপাক !"
বলতে গেলাম, "তাও কি হয়"–অমনি হঠাৎ ঠ্যাং নেড়ে
আবার বুড়ো হুড়মুড়িয়ে ফেললে আমায় ল্যাং মেরে !
ভাবছি সবে মারব ঘুষি এবার বুড়োর রগ্‌ ঘেঁষে,
বললে বুড়ো, "করব কি বল্‌ ? করায় এ সব অভ্যেসে।
ছিলাম যখন রেল-দারোগা চড়ত হ'ত ট্রেইনেতে
চল্‌তে গিয়ে ট্রেণগুলো সব পড়ত প্রায় ড্রেইনেতে।
তুব্‌ড়ে যেত রেলের গাড়ি লাগত গুঁতো চাক্কাতে,
ছিট্‌কে যেতাম যখন তখন হঠাৎ এক ধাক্কাতে।
নিত্যি ঘুমাই এক চোখে তাই, নড়লে গাড়ি–অমনি বাপ–
এম্‌–নি ক'রে ডিগ্‌বাজীতে এক্কেবারে শূন্যে লাফ।
তাইতে হল নাচের নেশা, হঠাৎ হঠাৎ নাচন পায়,

বসতে শুতে আপ্‌নি ভুলে ডিগবাজী খায় আচম্‌কায়
নাচতে গিয়ে দৈবে যদি ঠ্যাং লাগে তোর পাঁজরেতে,
তাই বলে কি চটতে হবে ? কিম্বা রাগে গুজরাতে ?”
আমিও বলি, “ঘাট হয়েছে, তোমার খুড়ো দণ্ডবৎ !
লাফাও তুমি যেমন খুশি, আমরা দেখি অন্য পথ।”

BANGLADARSHAN.COM

অসম্ভব নয়

এক যে ছিল সাহেব, তাহার
গুণের মধ্যে নাকের বাহার।
তার যে গাধা বাহন, সেটা
যেমন পেটুক তেমনি ঠ্যাঁটা।
ডাইনে বললে যায় সে বামে
তিন পা যেতে দুবার থামে
চল্‌তে চল্‌তে থেকে থেকে
খানায় খন্দে পড়ে বেঁকে।
ব্যাপার দেখে এম্নিতরো
সাহেব বললে, “সবুর করো–
মাম্‌দোবাজি আমার কাছে ?
এ রোগেরও ওষুধ আছে।”
এই না বলে ভীষণ ক্ষেপে
গাধার পিঠে বস্‌ল চেপে
মূলোর ঝুঁটি ঝুলিয়ে নাকে।
আর কি গাধা ঝিমিয়ে থাকে ?
মূলোর গন্ধে টগ্‌বগিয়ে
দৌড়ে চলে লম্ফ দিয়ে–
যতই ছোটে ধরব ব’লে
ততই মূলো এগিয়ে চলে !
খাবার লোভে উদাস প্রাণে
কেবল ছোটে মূলোর টানে–
ডাইনে বাঁয়ে মূলোর তালে
ফেরেন গাধা নাকের চালে।

BANGLADARSHAN.COM

কাজের লোক

প্রথম। বাঃ–আমার নাম বাঃ !
বসে থাকি তোফা তুলে পায়ের উপর পা !
লেখাপড়ার ধার ধারিনে, বছর ভরে ছুটি,
হেসে খেলে আরাম ক'রে দুশো মজা লুটি।
কারে কবে কেয়ার করি, কিসের করি ডর ?
কাজের নামে কম্প দিয়ে গায়ে আসে জ্বর।
গাধার মতন খাটিস তোরা মুখটা করে চুন–
আহাম্মুকি কাণ্ড দেখে হেসেই আমি খুন।

সকলে।
আস্ত একটা গাধা তুমি স্পষ্ট গেল দেখা,
হাস্‌ছ যত, কান্না তত কপালেতে লেখা।

দ্বিতীয়।
যদি বলে ডাকে আমায় নামটি আমার 'যদি'–
আশায় আশায় বসে থাকি হেলান দিয়ে গদি।
সব কাজেতে থাকত যদি খেলার মত মজা,
লেখাপড়া হত যদি জলের মত সোজা–
স্যাণ্ডো সমান ষণ্ডা হতাম যদি গায়ের জোরে,
প্রশংসাতে আকাশ পাতাল যদি যেত ভরে–
উঠে পড়ে লেগে যেতাম বাজে তর্ক ফেলে।
করতে পারি সবি–যদি সহজ উপায় মেলে।

সকলে।
হাতের কাছে সুযোগ তবু 'যদি'র আশায় বসে
নিজের মাথা খাচ্চ বাপু নিজের বুদ্ধি দোষে।

তৃতীয়।
আমার নাম 'বটে' ! আমি সদাই আছি চটে–
কট্‌মটিয়ে তাকাই যখন, সবাই পালায় ছুটে।
চশমা প'ড়ে বিচার করে, চিরে দেখাই চুল–

BANGLADARSHAN.COM

উঠ্‌তে বস্‌তে কচ্ছে সবাই হাজার গণ্ডা ভুল।
আমার চোখে ধূলো দেবে সাধ্যি আছে কার ?
ধমক শুনে ভূতের বাবা হ'চ্ছে পগার পার !
হাস্‌ছ ? বটে ! ভাবছ বুঝি মস্ত তুমি লোক,
একটি আমার ভেংচি খেলে উল্টে যাবে চোখ।

সকলে।
দিচ্ছ গালি, লোকের তাতে কিবা এল গেল ?
আকাশেতে থুতু ছুঁড়ে—নিজের গায়েই ফেল।

চতুর্থ।
আমার নাম 'কিন্তু' আমায় 'কিন্তু' বলে ডাকে,
সকল কাজে একটা কিছু গলদ লেগে থাকে।
দশটা কাজে লাগি কিন্তু আটটা করি মাটি,
ষোল আনা কথায় কিন্তু সিকি মাত্র খাঁটি।
লম্ফঝম্প বহুৎ কিন্তু কাজের নাইকো ছিরি—
ফোঁস ক'রে যাই তেড়ে—আবার ল্যাজ গুটিয়ে ফিরি।
পাঁচটা জিনিস গড়্‌তে গেলে, দশটা ভেঙে চুর—
বল্‌ দেখি ভাই কেমন আমি সাবাস বাহাদুর !

সকলে।
উচিত তোমায় বেঁধে রাখা নাকে দিয়ে দড়ি,
বেগারখাটা পণ্ডকাজের মূল্য কাণাকড়ি।

পঞ্চম।
আমার নাম 'তবু', তোমরা কেউ কি আমায় চেনো ?
দেখ্‌তে ছোট তবু আমার সাহস আছে জেনো।
এতটুকু মানুষ তবু দ্বিধা নাইকো মনে,
যে কাজেতেই লাগি আমি খাটি প্রাণপণে।
এম্‌নি আমার জেদ, যখন অঙ্ক নিয়ে বসি,
একুশ বারে না হয় যদি, বাইশ বারে কষি।
হাজার আসুক বাধা তবু উৎসাহ না কমে,
হাজার লোকে চোখ রাঙালে তবু না যাই দ'মে।

BANGLADARSHAN.COM

সকলে।

নিষ্কর্ম্মারা গেল কোথা, পালাল কোন দেশে ?

কাজের মানুষ কারে বলে দেখুন এখন এসে।

হেসে খেলে, শুয়ে ব'সে কত সময় যায়,

সময়টা যে কাজে লাগায়, চালাক বলে তায়।

BANGLADARSHAN.COM

সাধে কি বলে গাধা !

বললে গাধা মনের দুঃখে অনেকখানি ভেবে–
“বয়েস গেল খাটতে খাটতে, বৃদ্ধ হলাম এবে,
কেউ করে না তোয়াজ তবু, সংসারের কি রীতি !
ইচ্ছে করে এক্ষুণি দিই কাজে কর্মে ইতি।
কোথাকার এ নোংরা কুকুর, আদর যে তার কত–
যখন তখন ঘুমুচ্ছে সে লাটসাহেবের মত !
ল্যাজ নেড়ে যেই, ঘেউ ঘেউ ঘেউ, লাফিয়ে দাঁড়ায় কোলে,
মনিব আমার বোক্‌চন্দর্‌ আহ্লাদে যান গলে।
আমিও যদি সেয়ান হতুম, আরামে চোখ মুদে
রোজ মনিবের মন ভোলাতুম অম্‌নি নেচে কুঁদে।
ঠ্যাং নাচাতুম, ল্যাজ দোলাতুম, গান শোনাতুম সাধা–
এ বুদ্ধিটা হয়নি আমার–সাধে কি বলে গাধা ?

BANGLADARSHAN.COM

বুদ্ধি এঁটে বসল গাধা আহ্লাদে ল্যাজ নেড়ে,
নাচ্‌ল কত গাইল কত, প্রাণের মায়া ছেড়ে।
তারপরেতে শেষটা ক্রমে স্ফূর্তি এল প্রাণে
চলল গাধা খোদ্‌ মনিবের ড্রয়িংরুমের পানে।
মনিবসাহেন ঝিমুচ্ছিলেন চেয়ারখানি জুড়ে,
গাধার গলার শব্দে হঠাৎ তন্দ্রা গেল উড়ে।
চমকে উঠে গাধার নাচন যেমনি দেখেন চেয়ে,
হাসির চোটে সাহেব বুঝি মরেন বিষম খেয়ে।
ভাব্‌লে গাধা–এই তো মনিব জল হয়েছেন হেসে
এইবারে যাই আদর নিতে কোলের কাছে ঘেঁষে।
এই না ভেবে এক্কেবারে আহ্লাদেতে ক্ষেপে
চড়্‌ল সে তার হাঁটুর উপর দুই পা তুলে চেপে।
সাহেব ডাকেন ‘ত্রাহি ত্রাহি’, গাধাও ডাকে ‘ঘ্যাঁকো’
(অর্থাৎ কিনা ‘কোলে চড়েছি’, এখন আমায় দ্যাখো !)
ডাক শুনে সব দৌড়ে এল ব্যস্ত হয়ে ছুটে,
দৌড়ে এল চাকর বাকর মিস্ত্রি মজুর মুটে,
দৌড়ে এল পাড়ার লোকে, দৌড়ে এল মালী–

কারুর হাতে ডাণ্ডা লাঠি, কারু বা হাত খালি।
ব্যাপার দেখে অবাক সবাই চক্ষু ছানাবড়া–
সাহেব বললে, “উচিত মতন শাসনটি চাই কড়া।”
হাঁ হাঁ বলে ভীষণ রকম উঠল সবাই চটে
দে দমাদম মারের চোটে গাধার চমক্ ছোটে।
ছুটল গাধা প্রাণের ভয়ে গানের তালিম ছেড়ে।
ছুটল পিছে একশো লোক হুড়মুড়িয়ে তেড়ে।
তিন পা যেতে দশ ঘা পড়ে, রক্ত ওঠে মুখে–
কষ্টে শেষে রক্ষা পেল কাঁটা ঝোপে ঢুকে।
কাঁটার ঘায়ে চামড়া গেল, সার হল তার কাঁদা,
ব্যাপার শুনে বললে সবাই, “সাধে কি বলে গাধা ?”

BANGLADARSHAN.COM

নিঃস্বার্থ

গোপ্‌লাটা কি হিংসুটে মা ! খাবার দিলাম ভাগ করে,
বল্লে নাকো মুখেও কিছু, ফেল্লে ছুঁড়ে রাগ করে।
জ্যাঠাইমা যে মিঠাই দিলেন, “দুই ভায়েতে খাও” বলে–
দশটি ছিল, একটি তাহার চাখতে নিলেম ফাও বলে।
আর যে ন’টি, ভাগ করে তায়, তিন্‌টে দিলেম গোপ্‌লাকে–
তবুও কেবল হ্যাংলা ছেলে আমার ভাগেই চোখ রাখে।
বুঝিয়ে বলি, “কাঁদিস্ কেন ? তুই যে নেহাৎ কণিষ্ঠ–
বয়েস বুঝি সামলে খাবি–তা নৈলে হয় অনিষ্ট।
তিনটি বছর তফাৎ মোদের, জ্যায়দা হিসাব গুন্‌তি তাই
মোদ্দা আমার ছয়খানি হয়, তিন বছরের তিনটি পাই।
তাও মানে না, কেবল কাঁদে–স্বার্থপরের শয়তানী
শেষটা আমায় মিঠাইগুলো খেতেই হল সবখানি।

BANGLADARSHAN.COM

জালা-কুঁজো সংবাদ

পেটমোটা জালা কয়, “হেসে আমি মরি রে
কুঁজো তোর হেন গলা এতটুকু শরীরে !”
কুঁজো কয়, “কথা কস্ আপনাকে না চিনে,
ভুঁড়িখানা দেখে তোর কেঁদে আর বাঁচিনে।”
জালা কয়, “সাগরের মাপে গড়া বপুখান,
ডুবুরিরা কত তোলে, তবু জল অফুরাণ।”
কুঁজো কয়, “ভালো কথা ! তবে যদি দৈবে,
ভুঁড়ি যায় ভেস্‌তিয়ে জল কোথা রইবে ?”
“নিজ কথা ভুলে যাস্ ?” জালা কয় গর্জে,
ঘাড় ধরে হেঁট করে জল নেয় তোর যে !”
কুঁজো কয়, “নিজ পায়ে তবু খাড়া রই তো–
বিঁড়ে বিনা কুপোকাৎ তেজ তোর ঐ তো !”

BANGLADARSHAN.COM

হিংসুটিদের গান

আমরা ভালো লক্ষ্মী সবাই, তোমরা ভারী বিশ্রী,
তোমরা খাবে নিমের পাঁচন, আমরা খাব মিশ্রী।
আমরা পাব খেলনা পুতুল, আমরা পাব চম্‌চম্‌
তোমরা তো তা পাচ্ছ না কেউ, পেলেও পাবে কম কম।
আমরা শোব খাট পালঙে মায়ের কাছ ঘেঁষটে,
তোমরা শোবে অন্ধকারে একলা বসে ভেস্তে।
আমরা যাব জাম্‌তাড়াতে চড়ব কেমন ট্রেইনে,
চেঁচাও যদি, “সঙ্গে নে যাও” বল্‌ব “কলা এই নে”
আমরা ফিরি বুক ফুলিয়ে রঙিন জুতোয় মচমচ্‌,
তোমরা হাঁদা নোংরা ছিছি হ্যাংলা নাকে ফ’চ ফ’চ্‌।
আমরা পরি রেশমী জরি, আমরা পরি গয়না,
তোমরা সেসব পাও না ব’লে তাও তোমাদের সয় না।
আমরা হব লাটমেজাজী, তোমরা হবে কিপ্‌টে,
চাইবে যদি কিছু তখন ধর্‌ব গলা চিপ্‌টে।

BANGLADARSHAN.COM

তেজিয়ান্

চলে খচ্‌খচ্‌ রাগে গজ্‌গজ্‌ জুতা মচ্‌মচ্‌ তানে,
ভুরু কট্‌মট্‌ ছড়ি ফট্‌ফট্‌ লাথি চট্‌পট্‌ হানে।
দেখে বাঘ রাগ লোকে ‘ভাগ ভাগ’ করে আগভাগ থেকে,
ভয়ে লাফ ঝাঁপ বলে ‘বাপ বাপ’ সবে হাবভাব দেখে।
লাথি চার চার খেয়ে মার্জার ছোটে যার যার ঘরে,
মহা উৎপাত ক’রে হুট্‌পাট্‌ চলে ফটপাথ্‌ পরে।
ঝাড়ুবর্দার হারুসর্দার ফেরে ঘরদ্বার ঝেড়ে,
তারি বাল্‌তি এ–দেখে ফাল্‌ দিয়ে আসে পাল্‌টিয়ে তেড়ে।
রেগে লালমুখে হেঁকে গাল রুখে মারে তাল ঠুকে দাপে,
মারে ঠন্‌ ঠন্‌ হাড়ে টন্‌ টন্‌ মাথা ঝন্‌ ঝন্‌ কাঁপে !
পায়ে কাল্‌সিটে ! কেন বাল্‌তিতে মেরে চাল দিতে গেলে ?
বুঝি ঠ্যাং যায় খোঁড়া ল্যাংচায় দেখে ভ্যাংচায় ছেলে।

BANGLADARSHAN.COM

হিতে বিপরীত

ওরে ছাগল, বলত আগে
সুড়সুড়িটা কেমন লাগে ?
কই গেল তোর জারিজুরি
লম্ফঝম্প বাহাদুরি !
নিত্যি যে তুই আসতি তেড়ে
শিং নেড়ে আর দাড়ি নেড়ে।
ওরে ছাগল করবি রে কি ?
গুঁতোবি তো আয়না দেখি।

হাঁ হাঁ হাঁ, এ কেমন কথা,
এমন ধারা অভদ্রতা !
শান্ত যারা ইতরপ্রাণী
তাদের পরে চোখ রাঙানি !
ঠাণ্ডা মেজাজ কয় না কিছু
লাগতে গেছ তারই পিছু ?
শিক্ষা তোদের এম্‌নিতর
ছি–ছি–ছি লজ্জা বড়।

ছাগল ভাবে সামনে একি !
একটুখানি গুঁতিয়ে দেখি।
গুঁতোর চোটে ধড়াধ্বড়
হুড়মুড়িয়ে ধূলোয় পড়।
তবে রে পাজী লক্ষ্মীছাড়া
আমার পায়েই বিদ্যেঝাড়া,
পাত্রাপাত্র নাই কিরে হুঁশ্‌
দে দমাদম ধুপুস ধাপুস।

BANGLADARSHAN.COM

হরিষে বিষাদ

দেখছে খোকা পঞ্জিকাতে এই বছরে কখন কবে
ছুটির কত খবর লেখে, কিসের ছুটি কদিন হবে।
ঈদ, মহরম, দোল, দেওয়ালি, বড়দিন আর বর্ষশেষে–
ভাবছে যত ফুল্লমুখে, ফুর্তিভরে ফেলছে হেসে।
এমন কালে নীল আকাশে হঠাৎ খ্যাপা মেঘের মতো,
উথলে ছোটে কান্নাধারা ডুবিয়ে তাহার হর্ষ যত।
'কি হল তোর ?' সবাই বলে, 'কলমটা কি বিঁধল হাতে ?'
'জিভে কি তোর দাঁত বসালি ?' 'কামড়ালো কি ছারপোকাতে ?'
প্রশ্ন শুনে কান্না চড়ে, অশ্রু ঝড়ে দ্বিগুণ বেগে,
পঞ্জিকাটি আছড়ে ফেলে বল্লে কেঁদে আগুন রেগে–
'ঈদ পড়েছে জষ্ঠিমাসে গ্রীষ্মে যখন থাকেই ছুটি,
বর্ষশেষ আর দোল তো দেখি রোববারেতেই পড়লো দুটি।
দিনগুলোকে করলে মাটি মিথ্যে পাজি পঞ্জিকাতে–
মুখ ধোব না, ভাত খাব না, ঘুম যাব না আজকে রাতে।'

BANGLADARSHAN.COM

সঙ্গীহারা

সবাই নাচে ফূর্তি করে সবাই গাহে গান,
একলা বসে হাঁড়িচাঁচার মুখটি কেমন ম্লান ?
দেখছ না কি আমার সাথে সবাই করে আড়ি–
তাইতো আমার মেজাজ ক্ষ্যাপা মুখটি এমন হাঁড়ি।
তাও কি হয় ! ঐ যে মাঠে শালিখ পাখি ডাকে
তার কাছে কৈ যাওনিতো ভাই শুধাওনিতো তাকে !
শালিখ পাখি বেজায় ঠ্যাঁটা চেঁচায় মিছিমিছি,
হল্লা শুনে হাড় জ্বলে যায় কেবল কিচিমিচি।
মিষ্টি সুরে দোয়েল পাখি জুড়িয়ে দিল প্রাণ
তার কাছে কৈ বসলে নাতো শুনলে না তার গান !
দোয়েল পাখির ঘ্যানঘ্যানানি আর কি লাগে ভালো ?
যেমন রূপে তেমন গুণে তেমনি আবার কালো।
রূপ যদি চাও যাও না কেন মাছরাঙার কাছে,
অমন খাসা রঙের বাহার আর কি কারো আছে ?
মাছরাঙা ! তারেও কি আর পাখির মধ্যে ধরি
রকম সকম সঙের মতন দেমাক দেখে মরি।
পায়রা ঘুঘু কোকিল চড়াই চন্দনা আর টুনটুনি
কারে তোমার পছন্দ হয়, সেই কথাটি শুনি !
এইগুলো সব ছ্যাবলা পাখি নেহাৎ ছোট জাত–
দেখলে আমি তফাৎ হটি অমনি পঁচিশ হাত !
এতক্ষণে বুঝতে পারি ব্যাপারখানা কি যে–
সবার তুমি খুঁত পেয়েছ নিখুঁত কেবল নিজে !
মনের মতন সঙ্গী তোমার কপালে নাই লেখা
তাইতে তোমার কেউ পোঁছে না তাইতে থাক একা।

BANGLADARSHAN.COM

মূর্খ মাছি

মাকড়সা।
সান্-বাঁধা মোর আঙিনাতে
জাল্ বুনেছি কাল্‌কে রাতে,
ঝুল ঝেড়ে সব সাফ করেছি বাসা।

আয় না মাছি আমার ঘরে,
আরাম পাবি বসলে পরে,
ফরাশ্ পাতা দেখবি কেমন খাসা !

মাছি।
থাক্ থাক্ থাক্ আর বলে না,
আন্‌কথাতে মন গলে না–
ব্যবসা তোমার সবার আছে জানা।
ঢুক্‌লে তোমার জালের ঘেরে
কেউ কোনোদিন আর কি ফেরে ?
বাপ্‌রে ! সেথায় ঢুক্‌তে মোদের মানা !

BANGLADARSHAN.COM

মাকড়সা।
হাওয়ায় দোলে জালের দোলা
চারদিকে তার জান্‌লা খোলা
আপনি ঘুমে চোখ যে আসে জুড়ে !
আয় না হেথা হাত পা ধুয়ে
পাখ্‌না মুড়ে থাক না শুয়ে–
ভন্ ভন্ ভন্ মরবি কেন উড়ে ?

মাছি।
কাজ নেই মোর দোলায় দুলে,
কোথায় তোমার কথায় ভুলে
প্রাণটা নিয়ে টান্ পড়ে ভাই শেষে।
তোমার ঘরে ঘুম যদি পাই
সে ঘুম কভু ভাঙ্‌বে না হায়–

সে ঘুম নাকি এমন সর্বনেশে !

মাকড়সা।
মিথ্যে কেন ভাবিস মনে ?
দেখ্‌না এসে ঘরের কোণে
ভাঁড়ার ভরা খাবার আছে কত !
দে-টপাটপ্‌ ফেল্‌বি মুখে
নাচ্‌বি গাবি থাক্‌বি সুখে
ভাব্‌না ভুলে বাদ্‌শা-রাজার মতো।

মাছি।
লোভ দেখালেই ভুলবে ভবি,
ভাব্‌ছ আমায় তেম্‌নি লোভী !
মিথ্যে দাদা ভোলাও কেন খালি ?
কর্‌ব কি ছাই ভাঁড়ার দেখে ?
প্রণাম করি আড়াল থেকে–
আজকে তোমার সে গুড়ে ভাই বালি।

BANGLADARSHAN.COM

মাকড়সা।
নধর কালো বদন ভ'রে
রূপ যে কত উপ্‌চে পড়ে !
অবাক দেখি মুকুটমালা শিরে !
হাজার চোখে মাণিক জ্বলে !
ইন্দ্রধনু পাখার তলে !–
ছয় পা ফেলে আয় না দেখি ধীরে।

মাছি।
মন ফুর্‌ফুর্‌ ফূর্তি নাচে–
একটুখানিক যাই না কাছে !
যাই যাই যাই–বাপ্‌রে একি ধাঁধা !
–ও দাদা ভাই রক্ষে কর !
ফাঁদ পাতা এ কেমনতরো !
আট্‌কে পড়ে হাত পা হল বাঁধা।

দুষ্টু লোকের মিষ্টি কথায় নাচলে লোকের স্বস্তি কোথায় ?
এম্‌নি দশাই তার কপালে লেখে।
কথায় পাকে মানুষ মেরে মাকড়জীবি ঐ যে ফেরে
গড় করি তায় অনেক তফাৎ থেকে॥

BANGLADARSHAN.COM

জীবনের হিসাব

বিদ্যবোঝাই বাবুমশাই চড়ি সখের বোটে
মাঝিরে কন, “বলতে পারিস্ সূর্যি কেন ওঠে ?
চাঁদটা কেন বাড়ে কমে ? জোয়ার কেন আসে ?”
বৃদ্ধ মাঝি অবাক হয়ে ফ্যালফেলিয়ে হাসে।
বাবু বলেন, “সারা জনম মর্‌লিরে তুই খাঁটি,
জ্ঞান বিনা তোর জীবনটা যে চারি আনাই মাটি !”
খানিক বাদে কহেন বাবু, “বল্‌ত দেখি ভেবে
নদীর ধারা কেম্‌নে আসে পাহাড় হতে নেবে ?
বল্‌ত কেন লবণপোড়া সাগরভরা পানি ?”
মাঝি সে হয়, “আরে মশাই অত কি আর জানি ?”
বাবু বলেন, “এই বয়সে জানিসনেও তাকি ?
জীবনটা তোর নেহাৎ খেলো অষ্ট আনাই ফাঁকি।”
আবার ভেবে কহেন বাবু, “বল্‌ত ওরে বুড়ো,
কেন এমন নীল দেখা যায় আকাশের এ চূড়ো ?
বল্‌ত দেখি সূর্য চাঁদে গ্রহণ লাগে কেন ?”
বৃদ্ধ বলে, “আমায় কেন লজ্জা দেছেন হেন ?”
বাবু বলেন, “বল্‌ব কি আর, বল্‌ব তোরে কি তা,–
দেখ্‌ছি এখন জীবনটা তোর ষোল আনাই বৃথা।”
খানিক বাদে ঝড় উঠেছে ঢেউ উঠেছে ফুলে,
বাবু দেখেন নৌকাখানি ডুব্‌ল বুঝি দুলে।
মাঝিরে কন, “একি আপদ ! ওরে ও ভাই মাঝি,
ডুব্‌ল নাকি নৌকো এবার ? মর্‌ব নাকি আজি ?”
মাঝি শুধায়, “সাঁতার জানো ?” মাথা নাড়েন বাবু,
মূর্খ মাঝি বলে, “মশাই এখন কেন বাবু ?
বাঁচলে শেষে আমার কথা হিসাব করো পিছে,
তোমার দেখি জীবনখানা ষোল আনাই মিছে।”

BANGLADARSHAN.COM

আশ্চর্য

নিরীহ কলম, নিরীহ কালি
নিরীহ কাগজে লিখিল গালি–
‘বাঁদর, বেকুব, আজব হাঁদা,
বকাট ফাজিল, অকাট গাধা !’

আবার লিখিল কলম ধরি
বচন মিষ্টি, যতন করি–
‘শান্ত, মানিক, শিষ্ট, সাধু,
বাছা রে, ধন রে, লক্ষ্মী, যাদু।’

মনের কথাটি ছিল যে মনে
রটিয়া উঠিল খাতার কোণে,
আঁচড়ে আঁকিতে আখর ক’টি,
কেহ খুশি, কেহ উঠিল চটি !

BANGLADARSHAN.COM

রকম-রকম কালির টানে
কারো হাসি কারো অশ্রু আনে,
মারে না, ধরে না, হাঁকে না বুলি,
লোকে হাসে কাঁদে কি দেখি ভুলি ?

সাদায় কালোয় কি খেলা জানে ?
ভাবিয়া ভাবিয়া না পাই মানে।

নিরুপায়

বসি বছরের পয়লা তারিখে
মনের খাতায় রাখিলাম লিখে–
‘সহজে উদরে ঢুকিবে যেটুক,
সেইটুকু খাব, হব না পেটুক।’
মাস দুই যেতে খাতা খুলে দেখি,
এরি মাঝে মন লিখিয়াছে এ কি !
লিখিয়াছে, ‘যদি নেমন্তন্নে
কেঁদে ওঠে প্রাণ লুচির জন্যে,
উচিত কি হবে কাঁদানো তাহারে ?
কিংবা যখন বিপুল আহারে,
তেড়ে দেয় পাতে পোলাও কালিয়া
পায়েস অথবা রাবড়ি ঢালিয়া–
তখন কি করি, আমি নিরুপায় !
তাড়াতে না পারি, বলি আয়, আয়,
ঢুকে আয় মুখে দুয়ার ঠেলিয়া
উদার রয়েছি উদর মেলিয়া !’

BANGLADARSHAN.COM

হারিয়ে পাওয়া

ঠাকুরদাদার চশমা কোথা ?
ওরে গন্‌শা, হাবুল, ভোঁতা,
দেখ্‌না হেথা, দেখ্‌না হোথা–খোঁজ না নীচে গিয়ে।

কই কই কই ? কোথায় গেল ?
টেবিল টানো, ডেস্কো ঠেলো,
ঘরদোর সব উল্টে ফেল–খোঁচাও লাঠি দিয়ে।

খুঁজছে মিছে কুঁজোর পিছে,
জুতোর ফাঁকে, খাটের নীচে,
কেউ বা জোরে গদী খিঁচে–বিছ্‌না দেখে ঝেড়ে–

লাফিয়ে ঘুরে হাঁপিয়ে ঘেমে
ক্লান্ত সবে পড়্‌ল থেমে,
ঠাকুরদাদা আপনি নেমে আসেন তেড়েমেড়ে।

BANGLADARSHAN.COM

বলেন রেগে চশমাটা কি
ঠ্যাং গজিয়ে ভাগ্‌ল নাকি ?
খোঁজার নামে কেবল ফাঁকি–দেখ্‌ছি আমি এসে !”

যেমন বলা দারুণ রোষে,
কপাল থেকে অম্‌নি খ’সে
চশমা পড়ে তক্তাপোশে–সবাই ওঠে হেসে !

নন্দগুপি

হঠাৎ কেন দুপুর রোদে চাদর দিয়ে মুড়ি,
চোরের মত নন্দগোপাল চল্‌ছে গুড়ি গুড়ি ?
লুকিয়ে বুঝি মুকোশখানা রাখছে চুপি চুপি ?
আজকে রাতে অন্ধকারে টেরটা পাবে গুপি !

আয়না হাতে দাঁড়িয়ে গুপি হাসছে কেন খালি ?
বিকট রকম পোশাক করে মাখ্‌ছে মুখে কালি !
এম্‌নি করে লম্ফ দিয়ে ভেংচি যখন দেবে
নন্দ কেমন আঁৎকে যাবে–হাস্‌ছে সে তাই ভেবে।

আঁধার রাতে পাতা ফাঁকে ভূতের মতন কেরে ?
ফন্দি এঁটে নন্দগোপাল মুখোশ পরে ফেরে !
কোথায় গুপি, আসুক না সে ইদিক্‌ পানে ঘুরে–
নন্দদাদার হুঙ্কারে তার প্রাণটি যাবে উড়ে।

BANGLADARSHAN.COM

হেথায় কেরে মূর্তি ভীষণ মুখটি ভরা গোঁফে ?
চিমটে হাতে জংলা গুপি বেড়ায় ঝাড়ে ঝোপে !
নন্দ যখন বাড়ির পথে আস্‌বে গাছের আড়ে,
“মার্‌ মার্‌ মার্‌ কাট্‌রে” বলে পড়ব তাহার ঘাড়ে !

নন্দ চলেন এক পা দু পা আস্তে ধীরে গতি,
টিপ্‌টিপিয়ে চলেন গুপি সাবধানেতে অতি–
মোড়ের মুখে ঝোপের কাছে মার্‌ত গিয়ে উঁকি
দুই সেয়ানে এক্কেবারে হঠাৎ মুখোমুখি !

নন্দ তখন ফন্দি ফাঁদন কোথায় গেল ভুলি
কোথায় গেল গুপির মুখে মার্‌ মার্‌ মার্‌ বুলি !
নন্দ পড়েন দাঁতকপাটি মুখোশ টুখোশ ছেড়ে
গুপির গায়ে জ্বরটি এল কম্প দিয়ে তেড়ে।

গ্রামের লোকে দৌড়ে তখন বদ্যি আনে ডেকে
কেউ বা নাচে কেউ বা কাঁদে রকম সকম দেখে।

নন্দগুপির মন্দ কপাল এম্‌নি হল শেষে
দেখ্‌লে তাদের লুটোপুটি সবাই মরে হেসে !

BANGLADARSHAN.COM

বর্ষ গেল, বর্ষ এল

বর্ষ গেল, বর্ষ এল, গ্রীষ্ম এলেন বাড়ি–
পৃথ্বী এলেন চক্র দিয়ে এক বছরের পাড়ি।
সত্যিকারের এই পৃথিবী বয়স কেবা জানে,
লক্ষ হাজার বছর ধরে চলছে একই টানে।
আপন তালে আকাশ পথে আপনি চলে বেগে,
গ্রীষ্মকালের তপ্তরোদে বর্ষাকালের মেঘে,
শরৎকালের কান্নাহাসি হাল্কা বাদল হাওয়া,
কুয়াশা-ঘেরা পর্দা ফেলে হিমের আসা যাওয়া–
শীতের শেষে রিক্ত বেশে শূন্য করে ঝুলি,
তার প্রতিশোধ ফুলে ফলে বসন্ত লয় তুলি।
না জানি কোন নেশার ঝোঁকে যুগযুগান্ত ধরে,
ছয়টি ঋতুর দ্বারে দ্বারে পাগল হয়ে ঘোরে !
না জানি কোন ঘূর্ণিপাকে দিনের পরে দিন,
এমন ক'রে ঘোরায় তারে নিদ্রাবিরামহীন !
কাঁটায় কাঁটায় নিয়ম করে রাখে লক্ষযুগের প্রথা,
না জানি তার চাল চলনের হিসাব রাখে কোথা !

BANGLADARSHAN.COM

বর্ষার কবিতা

কাগজ কলম লয়ে বসিয়াছি সদ্য,
আষাঢ়ে লিখিতে হবে বরষার পদ্য।
কি যে লিখি কি যে লিখি ভাবিয়া না পাই রে,
হতাশে বসিয়া তাই চেয়ে থাকি বাইরে।
সারাদিন ঘনঘটা কালো মেঘ আকাশে,
ভিজে ভিজে পৃথিবীর মুখখানা ফ্যাকাশে।
বিনা কাজে ঘরে বাঁধা কেটে যায় বেলাটা,
মাটি হল ছেলেদের ফুটবল খেলাটা।
আপিসের বাবুদের মুখে নাই ফূর্তি,
ছাতা কাঁধে জুতা হাতে ভ্যাবাচ্যাকা মূর্তি।
কোনখানে হাঁটুজল, কোথা ঘন কর্দম–
চলিতে পিছল পথে পড়ে লোক হর্‌দম।
ব্যাঙেদের মহাসভা আহ্লাদে গদ্‌গদ্‌,
গান করে সারারাত অতিশয় বদ্‌খদ।

BANGLADARSHAN.COM

খুচরো কবিতা

১

চলে হন্ হন্ ঘোরে বন্ বন্
বায়ু শন্ শন্ কাশি খন্ খন্
মাছি ভন্ ভন্ ছোট পন্ পন্
কাজে ঠন্ ঠন্ শীতে কন্ কন্
ফোড়া টন্ টন্ জ্বালা ঝন্ ঝন্

২

নন্দ ঘোষের শামলা গরু,
ভাগলো কোথায় লক্ষ্মীছাড়া ?
নন্দ ছোটে বনবাদাড়ে,
সন্ধানে যায় বদ্যিপাড়া'
শেষকালেতে অর্ধরাতে,
হদ্দ হয়ে ফিরলে পরে–
বাসায় দেখে, ঘুমোয় গরু
ল্যাজ গুটিয়ে গোয়াল ঘরে।

BANGLADARSHAN.COM

৩

উঠোন কোণে কড়াই ছিল,
পায়েস ছিল তাতে,
তাই নিয়ে কাক লড়াই করে
কুঁকড়ো বুড়োর সাথে,
যুদ্ধ জিতে বড়াই ভারি,
তখন দেখে চেয়ে–
কখন এসে চড়াই পাখি,
পায়েস গেছে খেয়ে।

৪

আরে ছি ছি রাম রাম ! কলকেতা শহরে
লাল ধুতি পরে মুদি, তিন হাত বহরে।

মখমলি জামা জুতো ঝক্‌মকে টোপরে,
খায় দায় গান গায় রাস্তার উপটে।

৫

বুড়ো তুমি লোকটি ভালো,
চেহারাও নয়তো কালো–
তবু কেন তোমায় ভালো বাস্‌ছিনে ?
কেন, তা তো কেউ না জানে,
ভেবে কিছু পাইনে মানে,
যত ভাবি ততই ভালো বাস্‌ছিনে।

৬

দাদা গো দাদা, সত্যি তোমার সুরগুলো খুব খেলে !
এম্‌নি মিঠে–ঠিক যেন কেউ গুড় দিয়েছে ঢেলে !
দাদা গো দাদা, এমন খাসা কণ্ঠ কোথায় পেলে ?–
এই খেলে যা ! গান শোনাতে আমার কাছেই এলে ?
দাদা গো দাদা, পায় পড়ি তোর, ভয় পেয়ে যায় ছেলে–
গাইবে যদি ঐখেনে যাও, ঐ দিকে মুখ মেলে।

BANGLADARSHAN.COM

৭

কেন সব কুকুরগুলো খামখা চ্যাঁচায় রাতে ?
কেন বল্‌ দাঁতের পোকা থাকে না ফোক্‌লা দাঁতে ?
পৃথিবীর চ্যাপ্টা মাথা, কেন সে কাদের দোষে ?–
এস ভাই চিন্তা করি দুজনে ছায়ায় বসে।

গ্রীষ্ম

ঐ এল বৈশাখ, ঐ নামে গ্রীষ্ম,
খাই খাই রবে যেন ভয়ে কাঁপে বিশ্ব !
চোখে যেন দেখি তার ধূলিমাখা অঙ্গ,
বিকট কুটিলজটে ভ্রূকুটির ভঙ্গ,
রোদে রাঙা দুই আঁখি শুকায়েছে কোটরে,
ক্ষুধার আগুন যেন জ্বলে তার জঠরে !
মনে হয় বুঝি তার নিঃশ্বাস মাত্রে
তেড়ে আসে পালাজ্বর পৃথিবীর গাত্রে !
ভয় লাগে হয় বুঝি ত্রিভুবন ভস্ম–
ওরে ভাই ভয় নাই পাকে ফল শষ্য !
তপ্ত ভীষণ চুলা জ্বালি নিজ বক্ষে,
পৃথিবী বসেছে পাকে চেয়ে দেখ চক্ষে,–
আম পাকে, জাম পাকে, ফল পাকে কত যে,
বুদ্ধি যে পাকে কত ছেলেদের মগজে !

BANGLADARSHAN.COM

বর্ষশেষ

শুন রে আজব কথা, শুন বলি ভাই রে–
বছরের আয়ু দেখ আর বেশি নাই রে !
ফেলে দিয়ে পুরাতন জীর্ণ এ খোলসে
নূতন বরষ আসে, কোথা হতে বল সে !
কবে যে দিয়েছে চাবি জগতের যন্ত্রে,
সেই দমে আজও চলে না জানি কি মন্ত্রে !
পাকে পাকে দিনরাত ফিরে আসে বার বার,
ফিরে আসে মাস ঋতু–এ কেমন কারবার।
কোথা আসে কোথা যায় নাহি কোনো উদ্দেশ,
হেসে খেলে ভেসে যায় কত দূর কত দেশ।
রবি যায় শশী যায় গ্রহ তারা সব যায়,
বিনা কাঁটা কম্পাসে বিনা কল কব্জায়।
ঘুরপাকে ঘুরে চলে, চলে কত ছন্দে,
তালে তালে হেলে দুলে চলেরে আনন্দে।

BANGLADARSHAN.COM

শ্রাবণে

জল ঝরে জল ঝরে সারাদিন সারারাত–
অফুরান নাম্‌তায় বাদলের ধারাপাত।
আকাশের মুখ ঢাকা, ধোঁয়ামাখা চারিধার,
পৃথিবীর ছাত পিটে ঝমাঝম বারিধার।
স্নান করে গাছপালা প্রাণখোলা বরষায়,
নদীনালা ঘোলাজল ভরে ওঠে ভরসায়।
উৎসব ঘনঘোর উন্মাদ শ্রাবণের
শেষ নাই শেষ নাই বরষার প্লাবনের।
জলেজলে জলময় দশমিক্‌ টলমল্‌,
অবিরাম একই গান, ঢালো জল, ঢালো জল।
ধুয়ে যায় যত তাপ জর্জর গ্রীষ্মের,
ধুয়ে যায় রৌদ্রের স্মৃতিটুকু বিশ্বের।
শুধু যেন বাজে কোথা নিঃঝুম ধুকধুক,
ধরণীর আশাভয় ধরণীর সুখদুখ।

BANGLADARSHAN.COM